পঞ্চায়েত ভোটে হিংসা অত্যন্ত নিন্দনীয়, এত মানুষের মৃত্যু দুঃখজনক

পঞ্চায়েত ভোটে ব্যাপক হিংসাত্মক ঘটনা না হলেও পাঁচ জেলায় যে সব ঘটনা ঘটেছে, তা অত্যন্ত নিন্দার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শান্তিতে পঞ্চায়েত ভোটের জন্য ভোটের আগেরদিন আবেদন জানিয়েছিলেন রাজ্যবাসীর কাছে। তাঁর আবেদনে বেশিরভাগ জেলা সাড়া দিয়েছে। এটা অত্যন্ত ইতিবাচক দিক। কিন্তু পাঁচ জেলায় দুষ্কৃতীরা তাণ্ডব চালিয়েছে। এতে অন্তত ১১ জন মারা গিয়েছে বলে বিভিন্ন সূত্রে যে খবর এসেছে, তা অত্যন্ত উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার। নির্বাচনে মানুষের মৃত্যু কখনোই কাঙ্খিত নয়। এই সব ঘটনায় আক্রান্ত হয়েছে পুলিশও। শাসক দল সহ বিরোধীদের কর্মী ও সমর্থকরা মারা গিয়েছেন। এর চেয়ে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা আর কী হতে পারে। বলাবাহুল্য, যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল, ততটা না হলেও রাজ্যের পাঁচ জেলায় পঞ্চায়েত ভোটকে ঘিরে তুমুল উত্তেজনা ছিল। বেশকিছু দুষ্কৃতীর হাতে উদ্ধত রিভলবার। ব্যালট বক্স জলে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ভোটদানে বাধা দেওয়া হয়েছে বলে বিভিন্ন বুথ থেকে অভিযোগ এসেছে, অভিযোগ পুলিশের ভূমিকা নিয়েও। সব মিলিয়ে পাঁচ জেলায় পঞ্চায়েত ভোটে ১১ জনের মৃত্যু খবর এসেছে। নির্বাচন কমিশন বলো সাড়ে ৩টে নাগাদ পাঁচ জনের মৃত্যুর সংবাদ সমর্থন করেছে। এদিন জানা যায়, নন্দীগ্রামে দু'জনকে গুলি করে খুন করা হয়েছেন। এরা তৃণমূলের বলে দাবি করা হয়। নদিয়ার শান্তিপুরে একজন খুন হয়েছেন। মৃত ব্যক্তি তৃণমূলের বলে দাবি করা হয়েছে। রাইপুরে তীরবিদ্ধ হয়েছেন তৃণমূল কর্মী বলে অভিযোগ। বেলডাঙায় গুলিতে একজন খুন হয়েছেন। মৃত ব্যক্তি বিজেপির বলে দাবি। আমডাঙায় বোমার আঘাতে মৃত্যু হয়েছে একজনের। নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ব্যাপক অঞ্চল পঞ্চায়েত ভোটকে কেন্দ্র করে অশান্ত হয়ে ওঠে। রাজ্যসহাটের জ্যারায় বুথের বাইরে গুলি ও বোমা চলেছে। শান্তিপুরে বুথ দখল করতে গিয়ে গণপিটুনিতে একজনের মৃত্যু হয়েছে। কুলতলিতে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গিয়েছেন এক তৃণমূল কর্মী। অভিযোগ এসইউসিআই-এর দিকে। ব্যালট বক্স লুটের খবর এসেছে কাঁথির দেশপ্রাণ ব্লকের ৮নং বুথ থেকে। বেতাইয়ে নির্বাচনী সংঘর্ষে একজনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। কোচবিহারে বিজেপির এজেন্টকে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ চড় মেরেছেন বলে অভিযোগ। তবে মন্ত্রীর দাবি, আপনারা ভুল দেখেছেন। তবে নির্বাচন কমিশন এ ব্যাপারে রিপোর্ট তলব করেছে। কখনও যেন এ রকম হাঙ্গামার পুনরাবৃত্তি না হয়, এটাই মানুষ চায়।

অমৃত কথা

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

মণি—তোতাপুরি খুব লোক।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাজরা বলে অমনি (সোমান্য)। না বাবু, কথায় কাজ নাই—সবাই বলে আমার ঘড়ি ঠিক চলছে।

''দ্যাখো নারাণ শাস্ত্রীর খুব কিন্তু বৈরাগ্য হয়েছিল। এত বড় পণ্ডিত—স্ত্রী ত্যাগ করে নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেল। মন থেকে একেবারে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করলে তবে **যোগ** হয়। কারু কারু যোগীর লক্ষণ দেখা যায়।''

''তোমায় ষট্‌চক্রের বিষয় কিছু বলে দিতে হবে। যোগীরা **ষটচক্র** ভেদ ক'রে তাঁর কৃপায় তাঁকে দর্শন করে। ষট্‌চক্র শুনেছ?

মণি—বেদান্তেমতে সপ্তভূমি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বেদান্ত নয়; বেদ মত। ষট্‌চক্র কি রকম জানো? সূক্ষ্ম দেহের ভিতর সব পদ্ম আছে—যোগীরা দেখতে পায়। যেমন মোমের গাছের ফলপাতা।

দিনপঞ্জিকা

১ জ্যৈষ্ঠ, ভাং ২৬ বৈশাখ, **১৬মে**, ১ জ্যৈষ্ঠ, সংবৎ ১ জ্যৈষ্ঠ সুদি অধিক, ২৯ শাবান। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।০, সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৭। **বুধবার**, প্রতিপদ দিবা ঘ ৩।৫১ মিঃ। কৃত্তিকানক্ষত্র দিবা ঘ ১০।১৬ মিঃ। অতিগণ্ডযোগ রাত্রি ঘ ১২।৪১ মিঃ।ববকরণ, দিবা ঘ ৩।৫১ গতে বলবকরণ, রাত্রি ঘ ২।৫০ গতে কৌলবকরণ। **জন্মে**—বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ঘ ১০।১৬ গতে নরগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। **মৃতে**—দ্বিপাদদোষ, দিবা ঘ ১০।১৬ গতে দোষ নাই, দিবা ঘ ৩।৫১ গতে একপাদদোষ। **যোগিনী**—পূর্ব্বে, দিবা ঘ ৩।৫১ গতে উত্তরে। **কালবেলাদি** ঘ ৮।১৭ গতে ৯।৫৫ মধ্যে ও ১১।৩৪ গতে ১।১২ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ২।১৭ গতে ৩।৩৯ মধ্যে। **যাত্রা**— নাই। **শুভকর্ম্ম**-- দিবা ঘ ১০।১৬ মধ্যে বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন গোবিক্রয়াদি, দিবা ঘ ১০।১৬ গতে **সাধভক্ষণ** নামকরণ নিষ্ক্রমণ দেবতাগণ বিপণ্যারম্ভ পৃথ্বীষ শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যরোপণ ধান্যস্থাপন বাহনক্রয়বিক্রয় কমপিউটারনির্ম্মাণ ও চালন। **বিবিধ**– প্রতিপদের একোদিষ্ট ও সপিণ্ডন। **গোস্বমিমতে পুরুষোত্তম মাস ব্রত আরম্ভ। মালীবাড়ী সত্রে শ্রী শ্রী বাসুদেব আতৈর তিরোভাব তিথি মহোৎসব (অসম)। অমৃতযোগ**—দিবা ঘ ৭।৩৫ গতে ১১।৮ মধ্যে ও ১।৪৭ গতে ৫।২০ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৯।৪৭ মধ্যে ও ১১।৫৬ গতে ১।২২ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

১ জ্যৈষ্ঠ, ভাং ২৬ বৈশাখ, ১৬মে, ২৯ শাবান, ১ জেঠ। উঃ ৪।৫৯, অঃ ৬।০৬। বুধবার, প্রতিপদ দি ঘ ৩।৫০, সেহরী শেষ ৩।২৭, ইফতার ৬।১৫। ১ জ্যৈষ্ঠ উরস সৈয়দ আলী হোসেন, বোসপুর খাকাহ্ শরীফ, বর্দ্ধমান। অদ্য হযরত বাকীবিল্লাহ হজুরের ঈসালে সওয়াব, ফুরফুরা শরীফ, হুগলী। **আজ হইতে তারাবীহ নামাজ শুরু**

অদ্য পবিত্র রমজান মাসের চন্দ্র উদয় হইবে ও তার ফজিলত আরবী বৎসরের নবম মাস রমজান (সংক্ষিপ্ত)

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে,সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

যোজনা ডায়েরি

২১ নভেম্বর–২০ ডিসেম্বর, ২০১৭

পর্ব ১৬

অর্থনীতি

ফলে আশঙ্কা তৈরি হয় এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে জালিয়াতির রাস্তা খোলার।

● **আয়কর আইন বদলাতে টাস্ক ফোর্স :**

গত ২২ নভেম্বর পঞ্চাশ বছরের পুরোনো আয়কর আইন ঢেলে সাজাতে কমিটি গড়ল কেন্দ্র। সরকারি বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, এই সংক্রান্ত ছ'সদস্যের টাস্ক ফোর্সের কাজ হবে আর্থিক প্রয়োজন মেনে ওই আইনে রদবদল আনা। টাস্ক ফোর্সের আহ্বায়ক হবেন প্রত্যক্ষ কর পর্ষদের সদস্য (আইন সংক্রান্ত) অরবিন্দ মোদী। বাকিরা গিরীশ আহুজা (চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ও স্টেট ব্যাঙ্কের নন-অফিসিয়াল ডিরেক্টর), রাজীব মেমানি (আর্নস্ট অ্যান্ড ইয়ং-এর চেয়ারম্যান ও রিজিওনাল ম্যানেজিং পার্টনার), মুকেশ প্যাটেল (কর সংক্রান্ত আইনজীবী), মানসী কেডিয়া (গবেষণা সংস্থা ইকেরিয়ারের উপদেষ্টা) এবং জি. সি. শ্রীবাস্তব (অবসরপ্রাপ্ত আইএএস ও আইনজীবী)। কেন্দ্রের প্রধান আর্থিক উপদেষ্টা অরবিন্দ সুব্রহ্মণ্যান থাকবেন বিশেষ আমন্ত্রিত স্থায়ী সদস্য হিসেবে। টাস্ক ফোর্সের নজরে থাকবে, বিভিন্ন দেশের প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থা, ভারতের নিজস্ব আর্থিক প্রয়োজন ইত্যাদি। ছ'মাসে সরকারের কাছে রিপোর্ট জমা দেবে তারা।

● **সৌর বিদ্যুতে বিশ্ব ব্যাঙ্কের ঋণ :**

সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ানোর জন্য ভারতের দিকে সাহায্যের হাত বাড়াল বিশ্ব ব্যাঙ্ক। ৯.৮ কোটি ডলার (৬৩৭ কোটি টাকা) ঋণ দিতে এদেশের সঙ্গে চুক্তি করল তারা। অনুদানও দেবে ২০ লক্ষ ডলার (১৩ কোটি টাকা)। বিভিন্ন রাজ্যকে সৌর পার্ক তৈরির প্রকল্পে তহবিল জোগানো হবে এই ঋণ থেকে। কেন্দ্রীয় পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তিমন্ত্রকের আওতায় বেশিরভাগ সৌর পার্ক গড়ে উঠবে বলে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে বিশ্ব ব্যাঙ্ক। প্রথম দুটি প্রকল্প হবে মধ্যপ্রদেশের রিওয়া ও মন্দসৌরে। পরবর্তী ধাপে ওড়িষা, ছত্রিশগড় ও হরিয়ানায়। দেশে সৌর বিদ্যুতের ব্যবহার বাড়াতে কেন্দ্র দায়বদ্ধ। এই প্রকল্পের আওতায় বড়ো মাপের সৌর পার্ক গড়ে তোলা হবে, যা থেকে তৈরি হবে ১০০ গিগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ। সরকারের লক্ষ্য, ২০২২ সালের মধ্যে ১৭৫ গিগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন।

ইন্ডিয়ান রিনিউয়েবল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি বিশ্ব ব্যাঙ্কের তহবিল কাজে লাগিয়ে প্রকল্পগুলি পরিকাঠামো তৈরি করবে বিভিন্ন রাজ্যে। যেমন, বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে সংযোগ তৈরি করে সাব-স্টেশন গড়া, একটি পার্ক থেকে অন্যটিতে বিদ্যুৎ পরিবহণ এবং সব প্রকল্পে রাস্তা, জল সরবরাহ ও নিকাশি ব্যবস্থা তৈরি। ৩৩১ গিগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতা নিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিশ্বে প্রথম সারিতে ভারত। কিন্তু মাথাপিছু ব্যবহার বিশ্বের গড়ের মাত্র ৩৩ শতাংশ। সৌর বিদ্যুতের ব্যবহার বাড়িয়ে এই ফাঁকই ভরতে চায় কেন্দ্র।

● **জিএসটি-র বৈদ্যুতিন ওয়ে-বিল ফেব্রুয়ারি থেকেই :**

জিএসটি জমানায় বৈদ্যুতিন ওয়ে-বিল (ই ওয়ে-বিল) চালু করার সময় এগিয়ে আনল কেন্দ্রীয় সরকার। গত ১৬ ডিসেম্বর জিএসটি পরিষদের ২৪-তম বৈঠকে নেওয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০১৮ সালের পয়লা ফেব্রুয়ারি থেকে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে পণ্য লেনদেন বাধ্যতামূলক হচ্ছে ই ওয়ে-বিল। আগে তা ছিল পয়লা এপ্রিল। রাজ্যের মধ্যে পণ্য চলাচলে তা চালু করতে হবে পয়লা জুনের মধ্যে। পরিষদের চেয়ারম্যান বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী সুশীল মোদী পরে জানান, নতুন ব্যবস্থার হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার সংক্রান্ত কাঠামো তৈরি হয়ে যাবে ১৬ জানুয়ারির মধ্যে। বাধ্যতামূলকভাবে তা চালু করার বিজ্ঞপ্তি জারি হবে পয়লা ফেব্রুয়ারি। জিএসটি নেটওয়ার্কের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পরিকাঠামো তৈরি করছে ন্যাশনাল ইনফ্যাসিটিক্স সেন্টার (এনআইসিএফ)। গত পয়লা জুলাই জিএসটি চালু হলেও ই ওয়ে-বিল ব্যবস্থা চালু করা যায়নি। তবে পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, বিহার, ওড়িশা ও অন্ধ্রপ্রদেশের মতো রাজ্যে ই ওয়ে-বিল ব্যবস্থা যথেষ্ট ভালো বলে তাদের আপাতত নিজেদের নিয়মই বহাল রাখাতে বলেছে পরিষদ।

কর ফাঁকি ঠেকানোই নতুন ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য বলে দাবি সরকারের। সেজন্য তথ্য-প্রযুক্তি পরিকাঠামো কতটা তৈরি, ওই সময়ের মধ্যেই তা যতিয়ে দেখা হবে বলে ভিডিও কনফারেন্সিং মারফত অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির পৌরহিত্যে আয়োজিত বৈঠকের পরে এক সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। এখনও ই ওয়ে-বিল চালু না হওয়ার কারণেই কর ফাঁকির জেরে জিএসটি খাতে সরকারের রাজস্ব কমছে বলে অভিযোগ উঠেছে সংশ্লিষ্ট মহলে। উল্লেখ্য, সেপ্টেম্বরে রাজস্ব ছিল ৯৫.১৩১ কোটি টাকা। অক্টোবরে তা কমে হয় ৮৩,৩৪৬ কোটি টাকা। নতুন ব্যবস্থায় ৫০ হাজার টাকার বেশি মূল্যের পণ্য ১০ কিলোমিটারের চেয়ে বেশি দূরত্বে জোগানের জন্য পরিবহণের আগে তা অনলাইন ব্যবস্থায় নথিভুক্ত করতে হবে। তার ভিত্তিতেই তৈরি হবে বৈদ্যুতিন বা ই ওয়ে-বিল। এর আগে যুক্তমূল্য কর বা ভ্যাটের আওতায় চালু ছিল ওয়ে বিল। পণ্য লেনদেনের তথ্য উল্লেখ করা থাকত কাগুজে বিলে। তার জন্যগা নেবে বৈদ্যুতিন ওয়ে-বিল, যা মিলবে জিএসটি পোর্টালে। বিল তৈরি হলেই মিলবে নিজস্ব ই ওয়ে-বিল নম্বর বা ইবিএন। সব ব্যবহারকারী, বিক্রেতা ও পরিবহনকারী, সবাই এটি পাবেন।

● **দোকানের চার্জ মকুব দু'হাজার পর্যন্ত ডিজিটাল লেনদেন :**

কার্ড-সহ কিছু ডিজিটাল লেনদেনে দু'হাজার টাকা পর্যন্ত দেওয়া নেওয়ার চার্জ (মার্চেন্ট ডিসকাউন্ট রেটস বা এমডিআর) ব্যাঙ্কগুলিকে মিটিয়ে দেবে কেন্দ্রই। ফলে ব্যবসায়ী বা ব্যাঙ্কের উপর এই বোঝা আর থাকবে না। পয়েন্ট অব সেল যন্ত্রে কার্ড ঘষে কেনাকাটার জন্য দোকানগুলিকে এই টাকা ব্যাঙ্কের কাছে জমা দিতে হয়। আপাতত কেন্দ্রই তা বহন করবে বলে ১৫ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ডিজিটাল লেনদেন উৎসাহ দিতেই এই উদ্যোগ। বৈঠকের পরে তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রী রবি শঙ্কর প্রসাদ জানান, আগামী পয়লা জানুয়ারি থেকে দু'বছরের জন্য ওই সুবিধা পাওয়া যাবে। যা প্রযোজ্য হবে ডেবিট কার্ড, ভীম ইউপিআই অ্যাপ এবং আধারের মাধ্যমে করা লেনদেনগুলির ক্ষেত্রে। এজন্য কেন্দ্রের ঘর থেকে যাবে প্রায় ২, ৫১২ কোটি টাকা।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি ঋণ নীতিতে ব্যাঙ্ক গুলিকে এমডিআর-এর হার ছোটো ও বড়ো ব্যবসায়ীদের জন্য আলাদা করার নির্দান দেয় শীর্ষ ব্যাঙ্ক। তার পরেই তাদের খরচ দ্বিগুণ হয়েছে বলে অভিযোগ খুচরো ব্যবসায়ীদের। ডেবিট কার্ড থাকলেও, বহু ক্ষেত্রে কম অঙ্কের লেনদেনে মানুষ নগদে টাকা মেটানো পছন্দ করেন। অথচ দেখা যায় ওই ছোটো লেনদেনই মোট লেনদেনের অনেকটা জুড়ে থাকে। তাই সেই সব মানুষকে ডিজিটাল পরিবেষার আওতায় আনতেই এই উদ্যোগ। ক্রমশ

সংখ্যালঘুরা সমাজে নিজেদেরকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই শুরু করেছেন

এস. এম. সিরাজুল ইসলাম
পর্ব ১

সংখ্যালঘু মুসলিমদের নিয়ে সংখ্যাগুরু সমাজের ভাবনা চিন্তার মধ্যে কোন পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে কিনা তার কোন সঠিক চিত্র পাওয়া না গেলেও সংখ্যালঘু সমাজের অভ্যন্তরে যে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে তা বোধ হয় আর অস্বীকার করা সম্ভব নয়। যে আভ্যন্তরীন পরিবর্তনের চিত্র আজ সর্বসমক্ষে ফুটে উঠেছে তা বোঝা যাচ্ছে এই সমাজ সম্বন্ধে গতানুগতিক যে চিন্তা ভাবনা করা হোত আজ তা তাদেরই আচার-আচরণে মিথ্যা প্রমানিত হচ্ছে। যে মৌলানা ও ইমাম সম্প্রদায়ের নিয়ে নানা কটু মন্তব্য করা হোত, আজ দেখা যাচ্ছে তাঁরাই সবার আগে এগিয়ে এসে পরিবর্তনের ডাক দিচ্ছেন। নাবালিকা বিবাহ বন্ধে প্রশাসন যখন নানা ভাবে সচেতনতা বাড়াবার চেষ্টা করছে এবং বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনগুলি এই সচেতনতা বৃদ্ধিতে লাগাতার কাজ করা যাচ্ছে তখন সংখ্যালঘু সমাজের ইমাম বা মৌলানাদের কেউ এগিয়ে আসতে না বলেছেও তাঁরা নিজেরাই এগিয়ে এসে নাবালিকা বিবাহ বন্ধ করতে সদর্থক ভূমিকা পালন করছেন এবং সমগ্র দেশকে এক নতুন চিন্তা ভাবনায় শরিক করছে।

সংখ্যালঘু মুসলিম সমাজে মসজিদের ইমাম সাহেবদের প্রভাব অপরিসীম। কারণ প্রত্যন্ত পাড়া গাঁয়ে দীন-দরিদ্র মানুষরা যখন নুন্যতম নাগরিক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হতে থাকেন এবং তাঁদের চিকিৎসা বা শিক্ষার ক্ষেত্রে তেমন কোন সুযোগ পান না তখন মানুষ বাধ্য হয়েই এই ইমাম সাহেবদের স্মরণাপন্ন হন। আর কিছু না হলেও এদের কাছে সকাল-বিকাল সাধারণ গৃহস্থ ঘরের ছেলে মেয়েরা আরবীর সঙ্গে প্রাথমিক স্তরের পড়াশুনা করারও এক অভাবনীয় সুযোগ পান বিনা পয়সায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ইমাম সাহেবরা এদের কাছ থেকে কোন অর্থ দাবি করেন না। কারণ মসজিদ কর্তৃপক্ষ যখন কোন ইমামকে নিয়োগ করেন তখন তাঁদেরকে সকাল-সন্ধ্যা এই সব বাচ্চাদের পড়াশোনার দায়ভারের কথাও আলোচনা করেন। ফলতঃ এই কাজের মধ্যে ইমামরা এই সব সাধারণ মানুষদের আস্থাভাজন হয়ে ওঠেন। এছাড়াও যে সব গ্রামে কোন মসজিদ নেই বা যে সব গ্রাম থেকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র অনেক দূরে বা কাছে পিঠে কোন চিকিৎসক বা ডাক্তার থাকেন না তখন মানুষ রোগাক্রান্ত হয়ে মসজিদের কাছে এই সব ইমামদের কাছে ছুটে আসেন, পানি পড়া, তেল পড়া বা তাবিজ মাদুলি নিতে। এখনও গ্রামাঞ্চলের যে সব জায়গায় চিকিৎসক অপ্রতুল তাঁরা বিশ্বাস করেন ইমামদের এই পানি পড়া বা তেল পড়াতেই কাজ হবে। এই সরল বিশ্বাস যুগ-যুগান্ত ধরে তাঁদের মধ্যে লালিত-পালিত হচ্ছে বলেই ইমামদের প্রতি এমনি থেকেই তাঁদের আস্থা ক্রমবর্ধমান। এখন এই অবস্থার মধ্যে থেকেও যখন ইমাম সাহেবরা কোন বৈবাহিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে কনের বার্থ সার্টিফিকেট দেখে কনে নাবালিকা বলে বিবাহ বা নিকাহ পড়াতে অস্বীকার করেন, তখন তো বলতেই হবে যে ক্রমে ক্রমে এই সমাজের অভ্যন্তরে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। আজকের ইমামরা প্রকৃত ভাবেই সমাজ সচেতন হয়ে যে কাজ করা উচিত নয়, তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে সমাজকে এক নতুন সত্য পথের সন্ধান দেখাচ্ছেন যা প্রকৃত পক্ষেই সুস্থ সবল ও সচেতন সমাজ গঠনের পক্ষে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। বিবাহ পড়ানোর ক্ষেত্রে এই ইমাম বা মৌলানা সাহেবদের ভূমিকা সার্বত্রি অগ্রগণ্য। কারণ নিকাহ এই ইমাম বা মৌলানা সাহেবরা সর্বসমক্ষে না পড়লে কাজী সাহেব, ম্যারেজ রেজিষ্ট্রার তা নথিভুক্ত করেন না। বিবাহের এই প্রাথমিক স্তর থেকেই যদি ইমাম সাহেবরা এমনতর দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তাহলে যে নাবালিকা বিবাহ আদৌ সম্ভব হবে না তা বলা বাহুল্যই মাত্র। শুধু এই বিবাহ কার্যসমাধানের জন্য দৃঢ় মানসিকতার পরিচয়েই ইমামদের সমাজ সচেতনতার দৃষ্টান্ত শেষ হয়ে যাচ্ছে না। আমরা দেখেছি পালস্ পোলিওর টিকা নিতে মুসলিমরা অস্বীকার করায়, প্রশাসনের চেষ্টায় সেখানেও তার সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে পালস পোলিও টিকা নেবার ক্ষেত্রে তাঁরা মাইক যোগে মসজিদ থেকে প্রচার করে ও জনে জনে মানুষজনকে বুঝিয়ে তাদের মন থেকে পুরানো সংস্কারগত রোগকে নির্মুল করার চেষ্টা করেছেন। এদের কাজ এখানেই থেমে থাকেনি। তালাক এবং একবার তালাক বলার পর নিকাহ হালাল করার জন্য অপর পুরুষকে বিবাহ করে তার কাছ থেকে তালাক নিয়ে তবে পুরানো স্বামীকে বিবাহ করার যে নিয়ম নীতি চালু আছে তার বিরুদ্ধেও এরা সতর্ক করছেন সকলকে। তালাক, তালাক, তালাক এক সঙ্গে বললে যে তালাক বৈধ হয় না বা তালাকই হয় না তাই তার জন্য বিবাহ হালালের নিয়মটা কেন বৈধ হবে তা যখন এরা সকলকে বোঝাতে সক্ষম হবেন তখন সমাজের মধ্যে ব্যাপক একটা যে পরিবর্তন সকলের নজরে আসবে, তা বোধ হয় বলার অপেক্ষা রাখে না। অনেকেই ভাবছেন এসব তো সর্বত্র ঘটছে না হয়তো বিন্দুতে সিন্ধুর মতো মাত্র ২/১টা ঘটেছে বা ঘটছে তাই এ নিয়ে এত ছটোপুটি না করাই ভালো। কেউ কেউ ভাবছে হয়তো কালক্রমে দেখা যাবে কালের অতল গহ্বরে এরাও দিকভ্রান্ত পথিকের মত পথ হারিয়ে ফেলে গন্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেবে? আর সমাজ যেখানে ছিল সেখানেই থাকবে। কোন বিকাশই ঘটবে না। ক্রমশ

সম্পাদক সমীপেষু

ভগিনী নিবেদিতা সেই পথ দেখিয়েছিলেন

ভগিনী নিবেদিতা ভারতবর্ষে এসে একটা পথ দেখিয়েছিলেন। আমেরিকার শিকাগো শহরে যখন স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনে গিয়েছিলেন, সেদিনের স্বামীজীর বাণী ভগিনী নিবেদিতার মনকে তোলপাড় করে দিয়েছিল। সেই কথা তিনি পাঁচ বছর ধরে ভেবেছিলেন। ১৯৯৮ সালে তিনি ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তাঁর কাছে একটি নতুন পথের সন্ধান এনে দিয়েছিলেন বিবেকানন্দ এই দেশে এসে মানুষের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। একজন সমাজসেবিকা হিসাবে তিনি যে দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন, তা আমাদের বারবার অনুপ্রেরণা দেয়। একজন মহিলা তাঁর আদর্শ ও ভালোবাসাকে পাথেয় করে মানুষের দরবারে পৌঁছে যেতে পেরেছিলেন। এমন এক আদর্শময়ী নারীর কথাকে মাথায় রেখে চিত্রপ্রেরণ করেছিলেন বিজয় ঘোষ। বহির্ভারতীয় দৃশ্যাবলীতে এগিয়ে এসেছিলেন জন সি টেলর। শিল্প নির্দেশনায় এগিয়ে এসেছিলেন সত্যেন রায়চৌধুরী। সম্পাদনায় ছিলেন বিশ্বনাথ মিত্র। সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন অনীল বাগচী। কণ্ঠদান করেছিলেন নির্মলা মিশ্র, ড. গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়, অধীর বাগচী, অলোক বাগচী। এছাড়াও যাঁরা একে পূর্ণতায় ভরিয়ে দিয়েছিলেন তাঁরা হলেন, অবন্তী মুখোপাধ্যায় (নিবেদিতা), শোভা সেন, সাধনা রায়চৌধুরী, সন্ধ্যা চক্রবর্তী, রাজলক্ষ্মী, রবীন মজুমদার, দিলীপ রায়, অসিত বরণ, শিশির মিত্র, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজ ভাণ্ডায়াল, মমতাজ আহমেদ, প্রেমাংশু বসু, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, শান্তিগোপাল, পার্থপ্রতীম চৌধুরী। ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৬২ সালে রাধা, পূর্ণতে এই ছবিটি মুক্তি পেয়েছিল। ছবির নাম ভগিনী নিবেদিতা। এই ছবিটি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রথম স্থান অধিকার করে সর্বচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান লাভ করেছিল আজ থেকে প্রায় ৫৬ বছর আগে। ভগিনী নিবেদিতা বুঝিয়েছিলেন, মানুষকে ভালোবাসতে হবে। নিজেকে অন্যের সেবায় উৎসর্গ করতে হবে। তবেই মনুষ্যজন্ম সার্থক হবে।

প্রবীর বসু, হাওড়া ৪

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।.....সম্পাদকীয় দফতর।

লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১-২৫৭২২২

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য 'আর্থিক লিপি' কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়